

স্বাগত '২১ একুশ মানে সংগ্রাম, একুশ মানে জীবনের তান, একুশ মানে মুক্তির গান। করোনার অতিমারী পেরিয়ে এক নতুন সকালের ডাক ২০২১-এ। নতুন বছরে আবার নতুন করে বাঁচার শপথ। বাংলাকে বিশ্ববাংলায় প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। মা-মাটি-মানুষকে প্রণাম, সালাম জননেত্রীর

### MANAMAN মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

**JAGO BANGLA** 

Website: www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৩৮ (সাপ্তাহিক) ● ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২১ ● ১৬ পৌষ ১৪২৭ ● শুক্রবার ● RNI No. WBBEN/2004/14087 POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 ● মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 38 (Weekly) ○ 1 JANUARY, 2020 – 7 JANUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.



১ জানুয়ারি

তৃণমূলের

শুভ জন্মদিন।

মা-মাটি-মানুষকে

### বিশ্বক্বিকে বিজেপির অসম্মানের প্রতিবাদে শান্তিনিকেতনে মমতার মহামিছিলে জনসমুদ্র

## जियाय स्वायादा

রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন

কর্মবীর দাশশর্মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গেরুয়া পার্টির কুৎসিত অপমানের জবাব জননেত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাঙামাটির পথে নামল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। শান্তিনিকেতনি ঘরানায় ঐতিহাসিক প্রতিবাদী পদযাত্রায় ফুটে উঠল বাংলা তথা বাঙালির চিরন্তন সংস্কৃতি এবং আদিবাসী গান, ঢাক থেকে মাদল,ধামসার আওয়াজে গ্রাম বাংলার বঙ্গ সংস্কৃতি উঠে এল সেই জনসমুদ্রের ঢেউয়ে। রবিভূমি সেদিন ঢেকেছিল তৃনমূলের পতকা, বেলুন ও গুরুদেবের নানা মুহুর্তের ছবিতে। আর রবীন্দ্রনাথকে অপমানের দিতে পথে জনজোয়ারে ভাসতে ভাসতে জননেত্রী পৌছালেন ঝামবুনির আবেগে ভর দিয়ে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন বাসুদেব বাউল। গাইলেন, "হৃদ মাঝারে রাখবো ছেডে দেব না। ছেডে দিলে

#### দানবের সঙ্গে এই লড়াই

মহামানবের ইতিহাস রচনা করলেন রাঙামাটির মানুষ। দুর্বৃত্ত এসেছিল। রবীন্দ্র-সংস্কৃতিকে আঘাত করা সেই শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে লাখো লাখো মানুষ সামিল হলেন বোলপুরের মাটিতে। সেই বাসুদেব বাউল যাঁর বাড়িতে খাবার খেয়ে ঠাকুরের চলে গিয়েছিলেন আবেগকে সামনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি ঐতিহাসিক পদযাত্রা করেছেন জননেত্রীর মঞ্চে উঠে তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি বুকে নিয়ে তিনি পদযাত্রা গাইলেন, 'তোমায় করেছেন। হৃদ মাঝারে রাখিব'। বাংলার প্রতিবাদ কেমন হয়, বুঝতে পারল

বহিরাগতরা।

থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অর্মত্য সেনকে কুকথা বলা হচ্ছে। বিজেপির স্ট্যাম্প সংস্কৃতিকে ধংস অবাঙালি বিজেপি নেতাদের কাজই হচ্ছে রবীন্দ্র সংস্কৃতি, রবীন্দ্র আদর্শ ও অমর্ত্য সেনের মতো মনীষীদের ছোট করার কাজে নেমেছেন ওই উপাচার্য। জনসমুদ্রে এভাবেই গেরুয়া পার্টির রবীন্দ্র-সংস্কৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গেরুয়া পার্টি যে পরিকল্পিভাবে রবীন্দ্র সংস্কৃতি ধ্বংস করতে নেমেছে তার বিরুদ্ধে চার কিমি বেশি পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শান্তিনিকেতনে প্রতি বাঙালির

মিছিলে বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ বোলপুরে ভিড় করে ছিলেন। একতারা, দোতারা হাতে রাস্তায় নেমে ছিলেন প্রায় হাজার

খানেক বাউল। ছিলেন মহিলা বাউলও। গান ধরে ছিলেন "হৃদ মাঝারে রাখিবো ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গৌড় আর কীর্তনীয়া। খোল,করতাল এবং খঞ্জনী তালা তালে হরিনাম সংকীর্তননের

মাদকতা ছিল সর্বত্র। পিছিয়ে নেই আদিবাসী মহিলাদের নাচ। বিভিন্ন রঙের আদিবাসী সাডি পড়ে মাদলের তালা তালে পা দুলিয়ে তারা হেঁটেছেন মিছিলে। প্রায় ৪০ হাজারের বেশি ছিল তৃণমূল মহিলাকর্মী জননেত্রীর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন

#### রবীন্দ্রনাথের মাটিতে বিজেপির অপকীর্তি

- রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' পরিবর্তনের চেষ্টা।
- কবির জন্মস্থান জোড়াসাঁকো নয়, শান্তিনিকেতন বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।
- বিজেপির পোস্টারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবির নিচে রাখা হয় রবীন্দ্রনাথকে।
- বিজেপির মার্কামারা লোককে উপাচার্যর পদে বসিয়ে বিশ্বভারতীকে গৈরিকীকরণের চেষ্টা।
- শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশকে নম্ট করে পাঁচিল তোলা। পৌষমেলা বন্ধ করে দেওয়া।
- শান্তিনিকেতনে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বসতভিটে নিয়ে কুৎসিত রাজনীতি বিজেপির। শ্রীসেনকে 'জমিচোর' বলেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।





# '২১শে আবার তৃণমূল সরকার ৩০টাও পাবে না বিজেপি: মমতা

মেঘাংশী দাস

"আগে তো ৩০টা সিট পাও, তার পর ২৯৪টার কথা ভাববে। খেলাটা এত সস্তা নয়।" আকাশপথে দিল্লি থেকে উড়ে এসে বিধানসভা ভোটে বাংলায় রবীন্দ্রনাথই তৈরি ২০০ আসন পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর বিজেপি নেতাদের এভাবেই বোলপুরের জনসমুদ্র দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানেই শেষ নয়, গেরুয়া পার্টির নেতারা যে 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা নিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গান ও কথা উল্লেখ করে জবাব দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের

সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখার দর্কার নেই। ওটা কুরে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সোনার বাংলার স্রষ্টা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নেত্রী। শান্তিনিকেতনের আঙ্গিনায় জামবনি মোড়ের সভায় তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে তিনি বলেছেন, "সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখার দরকার নেই। ওটা রবীন্দ্রনাথই তৈরি করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই সোনার বাংলার স্রস্টা।" বাংলার সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান, "রবীন্দ্রনাথ পথ দেখাবে। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বলি, আজানের ধ্বনি দিয়ে বিজেপিকে ভো—কাট্টা করে

এবার বিধানসভা নির্বাচনে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিজেপির বর্গীরা বাংলা দখল করতে আসছে। তাই রাজ্যের সাধারণ মানুষকেই বর্গীদের থেকে বাংলা বাঁচানোর ডাক দিয়েছেন বাংলার অগ্নিকন্যা। শুধু তাই

নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে জননেত্রী পাল্টা হুশিয়ারি দিয়ে বলৈছেন, "ভাবছেন ৪টে বিধায়ক নিয়ে তৃণমূলটাকে শেষ করে দেবে। সব পচা—ধ্বচা বিধায়ক নিয়ে গিয়েছে। ওরা সবাই মিলেও ৩০টা সিটও পাবে না।" বোলপুরের রাঙামাটিতে শোভাযাত্রা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে ২০০ আসন পার করে দেবে বিজেপি। তার জবাবে মাত্র নয়দিন পরে গেরুয়া সেই মিছিলের চেয়ে অন্তত দশগুন বেশি জনতা সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, "মানুষকে ভূল বোঝাবে আর বাংলার মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিয়ে দিল্লি পালিয়ে যাবে।" দুয়ের পাতায়





#### পাড়ায় সমাধান



➡ানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে অভাবনীয় সাফল্য মিলেছে। ঘরের দরজায় মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রকল্প সহজে পেয়ে আপ্লুত মানুষ। তারা সবাই জননেত্রীর জয়গান গাইছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হয়েছে। রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প সহ সব প্রকল্পে বিপুল সংখ্যার মানুষ আবেদন করে পরিষেবা পেয়েছেন 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে। আর 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির পাশাপাশি এবার 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির ঘোষণা করলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, খুব বড় প্রকল্প নয়, কিন্তু ছোট ছোট সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে এই 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমেই। প্রসঙ্গত, জননেত্রী মানুষের হাতে প্রাপ্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা সহজে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছেন। ২০১১ সালে তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি নিয়মিত জেলা সফর শুরু করেন। বস্তুত, রাজধানীর সচিবালয় তিনি জেলায় জেলায় নিয়ে গিয়েছেন। এলাকার মানুষকে নিয়ে এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছেন, উন্নয়ন করেছেন। সেই প্রশাসনিক বৈঠক রাজ্য পরিচালনায় নয়া দিগন্ত খুলে দিয়েছে। জেলার মানুষের হাতে নিজে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দিয়েছেন জননেত্রী নিজে। গতবছর বিশেষ শিবির করে বাংলার মানুষকে খাদ্যসাথীর কার্ড ও রেশন কার্ড দিয়েছেন জননেত্রী। এরপর 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। 'দুয়ারে সরকার'-এর সাফল্যের পর সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছতেই নতুন কর্মসূচি নিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। 'দুয়ারে সরকারে'র মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান হচ্ছে। তেমনি 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধানের' মাধ্যমে হবে এলাকাগত সমস্যার সমাধান। অনেক সময়ই কোনও এলাকার স্কুলে ক্লাসরুমের দাবি থাকে বা এলাকায় শৌচাগারের দাবি থাকে, কোথাও জলের সমস্যা দেখা দেয়, গ্রামীণ হাসপাতালে হয়ত অ্যাম্বল্যান্সের অভাব রয়েছে, সেই সব ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হবে এই 'পাড়ায় পাড়ায়' সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমেই। আপাতত আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়া এই কর্মসূচি চলবে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার আবেদন জমা পড়ে গিয়েছে। সরকারের তরফে গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্সও। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি যেভাবে আলোড়ন ফেলেছে, 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিও বিপুল সাড়া ফেলবে। 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি শেষ হলেও, এটি একটি নিয়মের মধ্যে থাকবে। পরিষেবা নবিকরণে মানুষকে হয়রান হতে হবে না। সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেই সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেবে সরকার। রাজ্যের একজন মানুষও যাতে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না থাকেন তা নিশ্চিত করাটাই সরকারের অগ্রাধিকার।

### উত্তরবঙ্গে আরও শক্তিশালী হল দল, তৃণমূলে যোগ দিলেন আদিবাসী নেতা টাইগার



জাগো বাংলা নিউজ : জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃপণ উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে আসছেন নেতা-নেত্রীরা। চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকার আদিবাসী নেতা রাজেশ লাকড়া ওরফে টাইগার তৃণমূলে যোগ দিলেন। মন্ত্রী মলয় ঘটক ও দলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল ভবনে তাঁর হাতে ঘাসফুলের পতাকা তুলে দেন। ভারতীয় মূলনিবাসী আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট রাজেশ। তিনি বলেন, মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের জন্য যা করেছেন তার তুলনা নেই। দলনেত্রীর উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতেই এই যোগদান। 'গরিব কি মসিহা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র

আদিবাসীদের কথা ভেবেছেন। চা শ্রমিকদের ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁদের দৈনিক মজুরি বাড়িয়েছেন। এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের কথা ভাবেননি। উত্তরবঙ্গের সমগ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের ইচ্ছাতেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে জানান টাইগার। মালবাজার, নাগরাকাটা, মাদারিহাট, কালচিনি, কুমারগ্রামের মত বিধানসভা কেন্দ্রে প্রভাব রয়েছে টাইগার ও তার সংগঠনের। গোটা বাংলা জানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন এবং তা করে দেখিয়েছেন। তাই নেত্রীর উন্নয়নের সঙ্গী হতেই টাইগার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

#### তোমায় হৃদমাঝারে রাখিব

একের পাতার পর

রবিভূমিতে ঐতিহাসিক পদযাত্রায়। আর দু'পাশে ছিলেন আরও লক্ষাধিক আমজনতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু কাছ থেকে দেখার মানুষের আকৃতি বারাবার তাকে থামিয়ে দিয়েছে। কাছে গিয়ে সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। কেউ ছুটে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রনামও করেছেন জননেত্রীকে। রাঙামাটির লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মানুষ সেদিন আবেগে উচ্ছাসে আন্তরিকতায় জানিয়ে দিয়েছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে

অপমানের বদলা নিতে শুধু এই পদযাত্রায় নয়, আগামিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত লড়াইয়ের অংশীদার। বস্তুত স্বীকার করতেই হবে, পদযাত্রা শেষে নেত্রীর বক্তব্যর পর মানুষের চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল শুরুদেবকে গেরুয়া পার্টির অপমানের বদলার শপথ। মিছিলে সেদিন জননেত্রী ছাড়াও ছিলেন পদযাত্রার সংগঠন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দ্রনাথ সিনহা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ শতাব্দী রায় প্রমুখ।

### যারা রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে তাদের সমুচিত জবাব দেবে বাংলার মা-মাটি-মানুষ

তীর্থ রায়

ভোটের আগে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পুক্ত হওয়ার জন্য বিজেপি এখন বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু দল হিসেবে বিজেপি সর্বদাই দেশের মণীষীদের অসম্মান করে। বিজেপি কখনওই বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের মতো মণীষীদের সম্মান জানায় না। লোকসভা ভোটের আগে কলকাতার রাজপথ থেকে কীভাবে বিজেপির কর্মীরা বিদ্যাসাগর কলেজের ক্যাম্পাসে হামলা চালিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে ভেঙেছে তা বাংলার দেখেছেন। একইভাবে তারা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে অসম্মান করে নিজেদের আবার রবীন্দ্র-অনুরাগী হিসেবেও দেখানোর চেষ্টা করছে।

সমাজজীবনে বিজেপি রক্ষণশীলতা ও সনাতন আচার-আচরণের পক্ষে। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলার মণীষীরা সকলে দেশে এক নবজাগরণের জন্ম দিয়েছিলেন। সমাজের রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার ও অমানবিক আচার-আচরণের প্রতিবাদে নবজাগরণের এই পথিকৃৎরা সরব হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ দেশের আধুনিকতার প্রাণপুরুষ। তাঁদের লেখা ও সারাজীবনের কাজ দেশ ও মানবজাতিকে আধুনিক ও উন্নত জীবনে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। দু'জনেরই স্বপ্ন ছিল শিক্ষাদীক্ষায় আলোকিত এক মানবিক সমাজ গড়ার। যা বিজেপির মূল নৈতিক আদর্শের পরিপন্থী। সংঘ পরিবার ও বিজেপি সবসময় দেশকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বিজেপি কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক রক্ষণশীল সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে শিক্ষার আলো সকলের কাছে পৌঁছবে না। যাঁরা আদর্শগতভাবে এই ধরনের সমাজ তৈরি করতে চায়, তারা যে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা এবং



আদর্শকে লাঞ্ছিত করবে তা বলাই বাহুল্য। দেশ, জাতি ও সমাজকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায় এমন একটা শক্তি যে আজ বাংলার ক্ষমতা দখল করতে চায়। কিন্তু বাংলার মানুষ নবজাগরণের ফসল। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করেছেন, তা আমাদের এক আধুনিক, মানবিক সমাজের দিকে চালিত করে। এই কারণে বিজেপির মতো পিছনের দিকে চলতে চাওয়া শক্তি বাংলার রাজনীতিতে কখনও জায়গা করে নিতে পারেনি ও আগামিদিনেও পারবে না। এখন ভোটের আগে বিজেপি নেতারা নিজেদেরকে বাংলার সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য রাজ্যবাসীর সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সম্পৃক্ত হওয়া। কিন্তু, বিজেপি দলকে বাংলার মানুষ খুব ভালোভাবেই

চেনে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে যাঁরা এখন ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের নাম আউড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের মানুষ কোনওভাবেই বিশ্বাস করবে না। আজকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রপ্রেম দেখাচ্ছেন অমিত শাহরা। এটা যে পুরোটাই একটা ভাঁওতাবাজি তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত আদর্শের বিরোধিতা করে অমিত শাহর দল।রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার যে দর্শন বরাবর প্রচার করে এসেছেন, অমিত শাহরা তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। রবীন্দ্রনাথ কখনওই এক জাতীয়তার কথা বলেননি। কিন্তু, বিজেপি ও সংঘ পরিবারের মূল দর্শন হল ভারতবর্ষকে এক জাতীয়তার দেশ বানানো। অমিত শাহরা সবসময় বলেন, হিন্দি, হিন্দু ও হিন্দুস্তান। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই

ধরনের এক জাতীয়তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বিবিধের মাঝে মিলন মহানের মন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনও বিদ্বেষ ও বিভেদের রাজনীতিকে সমর্থন করেননি। রবীন্দ্রনাথ সবসময় সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের মানুষের মেলামেশা বাড়ানোর কথা বলতেন। রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনের যাঁরা ঘোর বিরোধী তাঁরা কীভাবে রবীন্দ্রপ্রেমী হবেন ? রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ও দর্শনের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রচার করে বেড়ান, তাঁরা যে আসলে মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্যই শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন—তা এ রাজ্যের একটি শিশুও বোঝে। ভোটে জিতে গেলে এঁরা যে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ-সহ বাংলার সব মণীষীকে অসম্মান করবেন—তা নিয়ে রাজ্যবাসীর কোনও সংশয় নেই। তাই অমিত শাহরা যতই শান্তিনিকেতনে যান, মেদিনীপুরে গিয়ে যতই বিদ্যাসাগরের কথা বলুন, বাংলার মানুষ কখনওই বিজেপিকে গ্রহণ করবে না। বিজেপি যে উদ্দেশে বাংলার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, তার কারণ সবাই বোঝে। শান্তিনিকেতনে অমিত শাহর ছবির তলায় রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে ফ্লেক্স টাঙানো হয়েছিল। এটা থেকেই বোঝা যায়, বিজেপি ও অমিত শাহদের রবীন্দ্রপ্রেমের কী চরিত্র। অমিত শাহ যখন শান্তিনিকেতনে সফর করছেন, তখন বিজেপির এক সাংসদ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন—জনগণমনকে জাতীয় সংগীত থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়ে। জাতীয় সংগীতের 'সিন্ধ' নিয়ে বিজেপির আপত্তি। যাঁরা জাতীয় সংগীত পরিবর্তন করার দাবি তুলে রবীন্দ্রনাথকে অপমান ও অস্বীকার করার চেম্টা করছেন, তাঁরা কীভাবে রবীন্দ্রপ্রেমী ও রবীন্দ্রানুরাগী হবে ? বাংলার মানুষের কাছে বিজেপি নেতাদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। বিজেপি নেতারা যতই শান্তিনিকেতন ও মেদিনীপুরে যান, বাংলার মানুষ বিদাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের অসন্মান মেনে নেবে না।

#### বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে যাঁরা এখন ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের নাম আউড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের মানুষ কোনওভাবেই বিশ্বাস করবে না। আজকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীক্ষপ্রেম দেখাচ্ছেন অমিত শাহরা। এটা যে পুরোটাই একটা ভাওতাবাজি তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

### '২১শে আবার তৃণমূল সরকার, ৩০টাও পাবে না বিজেপি

একের পাতার প

তৃণমূলের তরফে 'দাঙ্গাবাজ' নেতাদের বাংলার পাড়ায় অভিযানের ইস্যুতে রীতিমতো কোনঠাসা বিজেপি এখন অপপ্রচার ও কুৎসা শুরু করেছে। সেই কুৎসার জবাবে জননেত্রী বলেছেন, "আমরা দেশের লোককে বহিরাগত বলি না। আমরা সবাই সব রাজ্যেই যেতে পারি। সব দেশে যেতে পারি। কিন্তু ইদানীং একটা চিন্তাধারা হয়েছে বিজেপির যে, বাংলার সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দাও। বাংলার আত্ম— অহংকার ভেঙে দাও। ইতিহাসটা ভূলিয়ে দাও। ভৌগোলিক মানচিত্রটাকে উড়িয়ে দাও। রাজনৈতিক মতাদর্শটাকে দাঙ্গা দিয়ে গুঁড়িয়ে দাও।" তাঁর কথায়, "আমাদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতি। ওরা যে তত্ত্ব আওড়াচ্ছে, সেটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। তাই আমরা এটাকে বহিরাগত চিন্তাধারা বলে মনে করি।" রবিভূমিতে দাঁড়িয়ে এখানেই থেমে যাননি মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। আবেগরুদ্ধ কথায়, বাংলার চিরন্তন আতিথিয়তা ও ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি বাঙালি—অবাঙালি নিয়ে বিতর্কের কড়া জবাব দিয়েছেন। বলেছেন,

"আমি কখনওই বাঙালি—অবাঙালি



করি না। আমি মনে করি বাঙালি হিসাবে আমার গর্বটা হল আমি সবাইকে নিয়ে, সব রাজ্য সব সম্প্রদায়কে নিয়ে চলতে পারি। আমার বাবা—মা এটাই শিখিয়েছে। বাঙালির এটাই গর্ব।"

বিশ্বজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসম্মানের অভিযোগ তুলে আগেই বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বাংলার অগ্নিকন্যা।
এখানেই শেষ নয়, গেরুয়া
শীর্ষনেতাদের রবীন্দ্রজ্ঞান যে কতটা
শূন্যতায় ভরা তার প্রমাণ হয়ে
গিয়েছে বিজেপি সভাপতি নাড্ডার
টুইটে। তিনি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের জন্মস্থান শান্তিনিকেতনের
বিশ্বভারতী। দিল্লি থেকে আসা
বর্গীহানার সেনাপতি গেরুয়া নেতার
এই রবীন্দ্রজ্ঞানকে কটাক্ষ করেছেন

জননেত্রী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গাড়ি চেপে এক কিলোমিটার রোড-শো'র রবিভূমিতে কিলোমিটারেরও বেশি পথ হেঁটে গুরুদেবকে অসম্মানের অভিযোগে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, "আকথা, কুকথায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তাঁর বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতনকে অপমান করা হচ্ছে। অমর্ত্য রেহাই দেয়নি। সেনকেও রবীন্দ্রনাথও আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। প্রতিবাদের ভাষাকে তাই তীব্র করতে এসেছি।"

বাংলায় ভোট লুঠ করতে আসা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কেন বহিরাগত বলেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জননেত্রী। পাশাপাশি বাংলার মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, বাংলায় নির্বাচন বলে এতবার আসছে বিজেপি। বাংলার লাড্ডু খেতে চায় তারা। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'বহিরাগত' দেখলেই তাদের নামে থানায় অভিযোগ জানান। থানা যদি অভিযোগ না নেয় তখন তাঁর কাছে একটা কাগজ পৌঁছে দিলেই হবে। ফেক ভিডিও ছড়িয়ে হিংসার রাজনীতি নিয়ে ফের সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "এ মাটি সোনার মাটি। আমি হিংসার রাজনীতি অপছন্দ করি। হেট আর ফেক পলিটিকস। ওদের টোটালটাই ফেক পলিটিকস। আর মানুষে মানুষে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া।" এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, প্রচুর টাকা দিয়ে দলের পতাকা বহন করতে এজেন্সিকে কাজে লাগাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূলের অত টাকা নেই। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কর্মী আছে দলের পতাকা বহন করার।

প্রধানমন্ত্রীর জোব্বা পরা সাম্প্রতিক ছবি নিয়েও তীব্র শ্লেষ ছুড়ে দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। বলেছেন, "একেবারে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে গিয়েছে। সান্তাক্লজ এসে গিয়েছে।" তাদের সরকার ক্ষমতায় এলে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে ইতিমধ্যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য বিজেপি। দাবি করেছে, রাজ্যের যুবক—যুবতীরা ইতিমধ্যে আবেদন করা শুরু করেছে। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ, "ফরম বিলোচ্ছে সরকারি চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সরকারি চাকরি এভাবে হয় না। মাথায় তিন লক্ষ কোটি টাকার দেনা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বেকারকে কিভাবে রুটি-রুজি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হয় তা হাতে কলমে করে দেখিয়েছে আমাদের সরকার।"

### বিজেপির এজেন্ট রাজ্যপাল ধনকড়ের অপসারণ চেয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা

আদতে একটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে চলেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। রাজ্যে এমন নজির নেই। তিনি তার এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। তাই রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে এবার রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখল তৃণমূল কংগ্রেস। সংবিধানের ১৫৭-র ১ উপধারা প্রয়োগ করে রাজ্যপাল পদ থেকে ধনকড়কে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে, "ধারাবাহিকভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছেন রাজ্যপাল। সংবিধানের সমস্ত মর্যাদাকে ভূলুষ্ঠিত করে প্রশাসনিক নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যেই

প্রতিনিয়ত বাংলার নির্বাচিত সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করছেন। এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে উনি যা যা করছেন স্বাধীন ভারতে আজ পর্যন্ত কোন রাজ্যপাল তা করেননি।" রাজ্যপালের সাংবিধানিক সীমালঙ্ঘনের অসংখ্য নজির তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক শুখেন্দু শেখর রায় দাবি করেছেন, রাজ্যপাল পদের যোগ্যই তিনি নন। দিল্লির নির্দেশে কেন্দ্রের শাসকদলের হয়ে প্রকাশ্যেই তিনি কাজ করছেন। তাই সংবিধানের ১৫৬ ধারার ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের ওপর থেকে রাষ্ট্রপতির সন্তোষ প্রত্যাহার করা হোক। অর্থাৎ অপসারণ করা হোক। সংবিধান ও সুপ্রিমকোর্টের নানা রায়ের উল্লেখ করে সাংবাদিক অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করেন সুখেন্দু শেখর রায়। রাজ্যের প্রথম রাজ্যপাল হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় থেকে নুরুল হাসান ও মহাত্মা গান্ধীর প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর গৌরবময় ভূমিকা উল্লেখ করেছেন তিনি। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল যে কোনও প্রশাসনিক কাজে নাক গলানো বা মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিতে পারেন না তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক। রাজ্যপালের ক্ষমতার পরিধি বোঝাতে গিয়ে তিনি ১৯৭৩ সালের ২৩ আগস্ট শামসের সিং এবং স্টেট অফ পাঞ্জাব মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় পড়ে বলেছেন, ওই বহুচর্চিত মামলায় ৭ বিচারপতির

ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছিল, কেন্দ্র দ্বারা নির্বাচিত কোন সাংবিধানিক কর্মকর্তা যদি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন কিংবা মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত কোন সরকারি নীতির বিরোধিতা করেন। সরাসরি প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তা সংবিধানের ভূল পদক্ষেপ হবে। এবং সংসদীয় ব্যবস্থার বিপরীত ধর্মী বলে গণ্য হবে।" শামসের সিং মামলার পাশাপাশি রাজ্যপাল কেন্দ্রিক সুপ্রিম কোর্টের আরো কয়েকটি রায়ের কপির বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং শুখেন্দু শেখর রায়

বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করে সুখেন্দু শেখর রায় পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন। বলেছেন ২১ জনের তালিকা তৈরি করে পাঠানোর বা শিল্প সম্মেলনের হিসাব চাওয়ার ক্ষমতা কে ওঁকে দিয়েছে। তার জন্য তো এজি বেঙ্গল আছে। এছাডাও তিনি বলেছেন, উনি নাকি নির্বাচন যাতে সুস্থ হয় তা দেখবেন। নির্বাচনের দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। সুপ্রিমকোর্ট বা সংবিধান কি এই ক্ষমতা দিয়েছে ওঁকে? সুপ্রিম কোর্টের রায় সবাই মানতে বাধ্য বলেও দাবী তৃণমূল সাংসদের । রাজ্যপালের নানা বিবৃতি ও ভূমিকাকেও তুলে ধরেছেন সুখেন্দু শেখর রায়। রাজ্যপাল যে টিভিতে বিতর্কের প্যানেলে বসেও রাজ্য সরকারকে

সুখেন্দু শেখর বাবু। বলেছেন, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে জনগণের দারা নির্বাচিত সরকারকে অসুবিধায় ফেলতে, বিরুদ্ধাচারণ করতে এবং পক্ষান্তরে কেন্দ্রের যারা ক্ষমতায় তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা পরিপুষ্ট করতে দিল্লির নির্দেশে এখানে এসেছেন রাজ্যপাল। তিনি আরও বলেছেন, গত ৭৫ বছরে কখনো কেউ এমনটা শোনেনি। বিধানসভার স্পিকারের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল। বিধানসভার সার্বভৌমত্বে আঘাত হেনেছেন। প্রশাসনের উচ্চস্তরের অফিসারদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন প্রকাশ্যে। রাজ্যপালকে পাল্টা জবাব দিতে পারবে না ওই অফিসাররা তা জেনেই ফায়দা তুলছেন উনি।



### নোবেলজয়ীকে বিজেপির অসম্মান পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি, কৃতজ্ঞতা জানালেন অমত্য সেন

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলা ও বাংলার কৃতী সন্তানদের অপমান করলে কখনোই ছেডে কথা বলবেননা জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে তেমনটাই

বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের নামে বদনাম ছডানো হচ্ছে। বাংলা কে খাটো করা হচ্ছে। 'বদনামের' অভিযোগ শুনে প্রকাশ্যে আফশোস করে সকলের হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় চিঠি লিখে তাঁর পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন জননেত্রী। 'দাদা' সম্বোধন করে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, প্রতীচীর জমি নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে, সংবাদমাধ্যম থেকে তা জানতে পেরে তিনি 'বিস্মিত এবং আহত'। মুখ্যমন্ত্রীর এই পাশে থাকার আশ্বাস বার্তা পেয়ে আপ্পত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। জননেত্রীকে পাল্টা চিঠি দিয়ে অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন, "আপনার সমর্থনে সমর্থনে ভরসা পেলাম।" কিন্তু এই গোটা কাণ্ডে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা প্রসঙ্গে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বিশ্বভারতীর কিছু নব্য হানাদার সম্প্রতি আপনার পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে।" একইসঙ্গে বলেছেন, "এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আপনার লড়াইয়ে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।" বেশ কিছুদিন ধরেই কেন্দ্রের শাসকদলের নেতাদের একাংশ অমর্ত্য সেন সম্পর্কে প্রকাশ্যে নানা বিতর্কিত এবং তির্যক মন্তব্য করে চলেছেন। রাজ্য বিজেপিও তাঁকে সময়ে সময়ে কটাক্ষ করেছে। সেই পর্বেই শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের পরিবারের বাড়ি 'প্রতীচী' সংলগ্ন জমির একাংশ বিশ্বভারতীর বলেও সম্প্রতি অভিযোগ তুলেছে তারা। এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক অন্য মাত্রা পেয়েছে। এই সূত্রেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অর্থনীতিবিদের পরিবারের সম্পর্কের শিকড় কত গভীর সে প্রসঙ্গ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর্ত্য সেনের মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বভারতীর শুরুর দিন থেকে জড়িত। তাঁর সন্তান অর্থাৎ অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেন প্রায় আট দশক আগে এই প্রতীচী বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস শুরু করেন। এসব পারিবারিক ইতিহাসের কথা চিঠিতে উল্লেখ करत জनराजी वृत्रिरा पिराहिन, गोंग विषयि मन्भर्त কতখানি ওয়াকিবহাল। এবং বাংলার এই কৃতী সন্তানের অপমান কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সম্প্রতি পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল তোলা নিয়ে বিতর্কের সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতীর বহু জমিই নিজেদের নামে রেকর্ড নেই। লিজ দেওয়ার পর বহু বছর ধরে সেখানে যাঁদের বসবাস, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের নামেই রেজিস্টার্ড। সেই জমিগুলিই পুনরুদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কর্তৃপক্ষ। যার সূত্র ধরেই 'প্রতীচী'তে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'উনি আদর্শগত ভাবে বিজেপি বিরোধী বলে এমন চক্রান্ত চলছে। এটা নিন্দনীয়। অমর্ত্য সেনের অপমান মানে বাংলার অপমান। তা মেনে নেওয়া হবে না।' নিজের চিঠিতে আকারে-ইঙ্গিতে সে কথাই বুঝিয়েছেন জননেত্রী। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে বিঁধে অমর্ত্য সেনকে উদ্দেশ করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিজেকে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের 'বোন' বলে পরিচয় দিয়ে অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে যৌথভাবে লডাইয়ের বার্তা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় আশ্বস্ত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পাল্টা চিঠি দিয়ে বলেছেন, "আপনার সমর্থনে সমর্থনে ভরসা পেলাম।" এভাবে তাঁর পাশে থাকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে আসলে বিজেপিকে জবাব দিয়েছেন, সে কথা মনে করিয়ে অমর্ত্য আরও লিখেছেন, "এটা শুধু আমাকে স্পর্শ করেনি, আমাকে আশ্বস্ত করেছে। আপনার ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও আক্রান্ত মানুষের জন্য আপনি সময় বের করেছেন। চারপাশে কী ঘটছে, তা নিয়ে আপনার ধারনা খুব স্বচ্ছ। আপনার জোরালো কণ্ঠ আমাকেও শক্তি জুগিয়েছে।" ২৫ ডিসেম্বর অমর্ত্যের সমর্থনে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বোলপুরে প্রশাসনিক সভা করতে ঢোকার মুখে যে চিঠির কথা নিজেই জানিয়েছিলেন জননেত্রী। পরে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় আরও একবার অমর্ত্য সেনকে নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বিজেপিকে উদ্দেশ করলেও কারও নাম না করেই জননেত্রী বলেছেন, ''টার্গেট তো সবাইকে করা হচ্ছে। আমায় রাজনৈতিকভাবে, আর অমর্ত্য সেন যেহেতু শিক্ষাবিদ, তাঁকে সেদিক থেকে। শুধু তিনি নন। বহু শিক্ষিত মানুষ আছেন, আশ্রমিকরা আছেন তাঁরাও টার্চেটি। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে, তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচেতনা এনেছেন। নেতাজি জয় হিন্দ স্লোগান দিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এঁদের ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে।" মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটা মানুষের বাক স্বাধীনতা রয়েছে। আর অমর্ত্য সেনদের মানুষের রয়েছে আলাদা সম্মান। তাঁর কথায়, "অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম নোবেল পুরস্কার এনে দেন। তা ছাড়া অমর্ত্য সেনের মতো মানুষ, যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের সমাজে একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের চেনে। কে কী আদর্শ্য নিয়ে কথা বলবে সেটা সম্পূর্ণ তাদের স্বাধীনতার বিষয়। আমিও তো বিজেপির আদর্শের বিরুদ্ধে। আমি তো কথা বলতে পারি। তারাও আমার বিরুদ্ধে। তারাও কথা বলতে পারে।"





#### আট বছরের শিশুর দায়িত্ব নিলেন মমতা

জাগো বাংলা নিউজ: মমতার সাহায্যের হাত পৌঁছে গেল আট বছরের বালিকার কাছে। দুঃস্থ পরিবারের ছোট্ট মেয়ে কানে শুনতে পায় না। চিকিৎসারও খরচ বিপুল। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। শ্রবণশক্তি ফিরে পাবে আট বছরের বালিকা ইসফাত আরা মণ্ডল। জন্ম থেকেই এই মেয়েটি কানে শুনতে পায় না। চিকিৎসা করানো সামর্থ্য নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পরতেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হল। সম্প্রতি বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জামবনিতে দুয়ারে সরকারের শিবিরের কাজ কেমন দেখতে গিয়েছিলেন। সেই শিবিরেই চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন করে দরখাস্ত জানাতে এসেছিল জামবনির মাদ্রাসা পাড়ার বাসিন্দা বছর আটের ইসফাৎ আরা মণ্ডলের পরিবার। ঠিক তখনই পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী। সামনে পড়ে যায় বাচ্চাটি। তার মাথায় মাতৃশ্লেহে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের সামনে পেয়ে নিজেদের কস্টের কথা বলেন ছোট বাচ্চাটির ঠাকুরমা। মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, আট বছরের বাচ্চা মেয়ে ছ'মাস বয়স থেকে শুনতে পায় না। নানা হাসপাতালে ঘুরেও সুরাহা হয়নি। চিকিৎসার খরচ বহন করার ক্ষমতা নেই। লকডাউনে কাজ হারিয়েছেন বাচ্চা মেয়েটির বাবা।

শুনে ব্যথিত মুখ্যমন্ত্ৰী দ্ৰুত মুশকিল আসানের ব্যবস্থা করেন। বাচ্চা মেয়েটির চিকিৎসার ভার তুলে দিয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালের হাতে। এর আগে চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে গিয়েও মেলেনি চিকিৎসা। ৪০ শতাংশ শ্রবণশক্তি তার ছ'মাস বয়স থেকেই নষ্ট। যত দিন গিয়েছে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। তার কানের এই চিকিৎসার জন্য এই মূহর্তে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যার সবটাই দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ১০ কোটি মানুষকে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দুয়ারে সরকার শিবিরে স্বাস্থ্য সাথীর আবেদন পত্র দাখিল করতে বাড়ির সব সদস্যের ছবি ও দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে কার্ড হাতে পেয়েছেন ৫ লক্ষ পরিবার। যদি হিসাব করে দেখা যায় তাহলে ২০ লক্ষ মানুষ এর আওতায় এসেছেন। ডিসেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৪০ লাখের বেশি পরিবারের। আরও ২০ লক্ষ পরিবার আবেদন করতে পারেন আগামী দিনে। আবেদনপত্র গ্রহণ করার পর ছবি ও আঙুলের ছাপ নেওয়ার জন্য ফোন মারফত মেসেজ পাঠিয়ে বিভিন্ন দিনে ডাকা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে ওয়ার্ডের তৃণমূল কর্মীরাও স্বাস্থ্য সাথীর সুবিধা দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে

পৌঁছে যাচ্ছেন।

দরিদ্র পরিবারের কন্টের কথা

#### সাফ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

### বিজেপির মার্কামারা বিশ্বভারতীর উপাচার্য

জাগো বাংলা নিউজ : কবিগুরুর বিশ্বভারতী কে অপমান করা হচ্ছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নেতার মতো আচরণ করছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্য বা সুনাম নম্ভ করার চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এভাবেই আবারও গর্জে উঠলেন বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলাকে অশান্ত করার চক্রান্ত ব্যর্থ করবে বাংলার মানুষ। বিশ্বভারতী কে নিয়ে কুকথা, জঘন্য রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্বভারতী কে তিনি হৃদ মাঝারে রাখবেন। কোনও মতেই ছেড়ে দেবেন না। বিশ্বকবির সাধের শান্তিনিকেতন এর অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর সৌজন্য বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ জানিয়ে বলেছেন, নো নিমন্ত্রণ, নো ফোন। উপাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর সফরের সময় দেখা করতে চেয়েছিলেন মাত্র! দেওয়া হয় নি আমন্ত্রণের চিঠিও।

গিয়েই লাখো মানুষের ভিড়ে সরব হয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বভারতীর বুকে যখন আমি দেখি পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মানুষের হৃদটাকে কারগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখন আমি ভালোবাসি না। তখন আমি বলি বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, বিশ্বভারতী কি উপাচার্য খুঁজে পাইনি? বলুন না আর পাইনি কাউকে খুঁজে? দেখে দেখে নিয়ে আসতে হয়েছে মার্কা মারা, বিজেপি মার্কা মারা, বিজেপি স্ট্যাম্প মারা, একবারে স্ট্যাম্প মারা বিজেপির একজনকে। উপাচার্যের চেম্বারে গিয়ে বিজেপি নেতারা কি করে? দেখি বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে একটা জঘন্য ধর্মান্ধ রাজনীতি চলছে। বোলপুরের জনসভা থেকে ঠিক এই ভাবেই বিশ্বভারতীতে রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃনমূল নেত্রী মমতা

তৃণমূল নেত্রী বোলপুরে সফরে

বন্দ্যোপাধ্যায়। বোলপুর শহরে ৪ কিমি পদযাত্রা করার পর জামবুনিতে একটি পথসভা করেন নেত্রী। সেখানে তিনি বর্তমান বিশ্বভারতীর পরিস্থিতি, উপাচার্যের ভূমিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপি যে রাজনীতি করছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি স্মৃতিচারণ করে উল্লেখ করেন, আমি যখন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ছিলাম,তখন রাজীব গান্ধী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তখন বিশ্বভারতীর আচার্য ছিলেন। আমি বিশ্বভারতীর কোর্টের সদস্য ছিলাম। উনি যখন শান্তিনিকেতন এসে ছিলেন তখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ছিলেন। সেটাই আমার প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা। আমার মনে আছে, রাজীব জী তখন ইয়াং। স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতি যুব প্রজন্মের ভালোবাসা ছিল। যখন আমরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খেতে বসেছি তখন ছাত্রছাত্রীরা রাজীব গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করছে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জিজ্ঞাসা করি আমাদের আইকন কার মতো হওয়া উচিত। রাজীব গান্ধী আমাকে দেখিয়ে বলে ছিলেন ওর মত। কেন বলেছিলেন জানেন কারন উনি জানতেন বাংলার মাটিটাকে আমরা ভালোভাবে চিনি এবং ভালোবাসি। আর আজ সেই বিশ্বভারতীর বুকে যখন আমি দেখি পাঁচিল গেঁথে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মানুষের হৃদটাকে কারগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখন আমি ভালোবাসি না। তখন আমি বলি বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,

আসলে সারা বাংলার বুকে এক ঘৃণ্য রাজনীতির আমদানি করা হয়েছে। শুধু ঘৃণ্য বললে ভুল হবে, এট হল সংকীর্ন, ঘুণ্য, বিদ্বেষমূলক রাজনীতির আমদানি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিসেদাগার সেই নোংরামির বিরুদ্ধে। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জন গন মন' আজকে বলছে ওটার পরিবর্তন করবে। আমি শুধু বলি একটু টাচ করে দেখ। এত বড় ঔদ্ধত্য, বাংলারা সংস্কৃতিকে ভাঙবার জন্য, বাংলার সংস্কৃতির মেরুদন্ডকে ভাঙবার জন্য চক্রান্ত চলছে। গান্ধীজীকে যারা খুন করেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা অসম্মান করেছে তারা ওদের নেতা। উপাচার্য প্রসঙ্গেই কলকাতার সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। স্পষ্ট বলেন, কই আমিতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এই সব করি না। বিশ্বভারতীটাকে একটা দাঙ্গার জায়গাতে পরিনত করেছেন। বুকে খুব বাজে অনেক দুঃখ হয়, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমি ওদের মত অকথা, ককথা বলে সম্মানটাকে নিচু করবো না সংকীৰ্ন ভাষায় কথা বলে কেউ হয়তে উল্টোপাল্টা বলতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন সংকীর্ণ ভাষায় কথা বলাটা ঠিক নয়। আমাদের একটা আদর্শ, সংস্কৃতি আছে। আমি বঙ্গধ্বনী যাত্রার সমাপ্তি করেছি রবি ঠাকুরের পায়ের তলায় এসে। তার কারন রবি ঠাকুর ছাড়া বাংলাকে ভাবতে পারি না।

বিশ্বভারতীর শতবর্ষ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, "আমি কোনও আমন্ত্রণ পাইনি। ওনারা কেউ আমায় ডাকেননি। ফোন করেননি, চিঠিও দেননি। নো আমন্ত্রণ, নো নিমন্ত্রণ, নো ফোন।" বরং মুখ্যমন্ত্রী যখন বোলপুর যাবেন, তখন তাঁর কাছে সময় চাওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতীর তরফে। তাতে সটান 'না' করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী উপাচার্যর নাম না করে বলেছেন, "উনি একটা খবর পাঠিয়েছেন। আমি যখন বিশ্বভারতী যাব, তখন যদি একটু সময় দিই, তবে উনি দেখা করবেন। আমি পারছি না। সরি। কারণ তখন আমার তিন—চারটে কর্মসূচি রয়েছে। মাত্র দেড়দিন থাকব।" এই প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভই চেপে রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। কর্তৃপক্ষ বিজেপি ঘেঁষা এবং বিশ্বভারতীর রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করে বলে নানা অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অভিনন্দন। বিশ্বভারতীকে রক্ষা করেছেন তাঁরা। এখন এক—দু'জন ধর্মীয় উগ্রবাদ এসে গিয়েছেন বলে বিশ্বভারতীকে শেষ করে দিতে পারবেন না। যাঁরা আছেন তাঁরা সাময়িক। চিরকালীন নয়। মাত্র কিছদিনের জন্য। তাঁদের দিন গোনা শুরু।"

বিশ্বভারতীর গৈরিকীকরণ এবং সেখানে অশান্তির অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "বিশ্বভারতীকে তৈরি করা হয়েছিল প্রকৃতির কোলে পড়াশোনাকে মুক্ত করার জন্য। যেখানে শান্তি থাকবে, খোলামেলা পড়াশোনার পরিবেশ থাকবে। সেই সব নেই। বন্ধ করা হল পৌষ মেলাও।"

### মানুষের স্বার্থে এবার মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি 'পাড়ায় সমাধান'

জলি মজুমদার

দুয়ার পেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন কর্মসূচি 'পাড়ায় সমাধান'। রাজ্যের প্রতিটি এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে যাবে প্রশাসন। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে সব সমস্যা সমাধানে নতুন এই অভিবনব কর্মসূচি নিয়েছে মমতা-সরকার। সম্প্রতি বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বড় প্রকল্প নয়, কিন্তু ছোট ছোট সমস্ত সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে এই 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমেই। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নয়া এই কর্মসূচি চলবে। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার আবেদন জমা পড়ে গিয়েছে, সরকারের তরফে গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্সও।

মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পে প্রসঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে পরিষেবা পৌঁছে দেবে সরকার। রাজ্যের একজন মানুষও যাতে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না থাকেন তা নিশ্চিত করাটাই সরকারের অগ্রাধিকার। সেই লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক দশকের শাসনকালের উন্নয়নের



বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে মাঠে নামতে চলেছেন নাগরিক সমাজ থেকে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি হওয়া একঝাঁক সেলিব্রিটি 'মুখ'। এর আগে দুয়ারে সরকার প্রকল্প ব্যাপক সাফল্য অর্জন

করেছে। সেই প্রকল্পের কথা জানিয়ে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু সরকারি পরিষেবা প্রদানই নয়, পাড়ায় পাড়ায় এমন অনেক ছোটখাট সমস্যা থাকে, দীর্ঘদিন ধরে

যাদের দিকে নজর যায় না। ছোট সমস্যা। কিন্তু তার সমাধান হলে একটা বড় কাজ হয়ে যায়। কোন পাড়ায় কার কী সমস্যা, তা দেখে দ্রুত সমাধানের কথা জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "খুব বড় প্রকল্প নয়। পাড়ার ছোট ছোট সমস্যার সমাধান এই কর্মসূচির মাধ্যমে করা হবে।" দুয়ারে সরকারের শিবিরগুলিতে হাজার দশেক আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। যাদের সঙ্গে সরাসরি ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ নেই। অথচ সেগুলো সরকারের কাজের মধ্যেই পড়ে। এবার তারই সমাধানে মন দিতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কখনও কখনও কোনও এলাকার স্কুলে ক্লাসরুমের দাবি থাকে। কিংবা এলাকায় শৌচালয়ের দাবি থাকে। আবার কোনও এলাকায় পাইপ পৌঁছলেও জলের পরিষেবা অমিল। কিংবা গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল থাকলেও অ্যাম্বুল্যান্সের অভাবে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন বহু মানুষ। কোনও কোনও এলাকায় কালভার্ট তৈরি না হওয়ার ফলেও মানুষের মনে ক্ষোভ সঞ্চার হয়। সেই সমস্ত ছোট ছোট সমস্যার সমাধান নয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে করা হবে। মূলত মিউনিসিপ্যালিটির বকেয়া কাজই 'পাড়ায় পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচির মাধ্যমে করা হবে। তার জন্য আলাদা টাস্ক ফোর্স গড়ে দিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে

দিয়েছেন ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে আর নতুন করে কোনও কর্মসূচি করা সম্ভব নয়। সেই কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলেও অনেক কাজ আটকে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "কাদের কোন কাজ হচ্ছে বা হবে সেটা একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবেন।" দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন পরিষবায় সাফল্য নিয়ে আলোচনার সময় জাতি শংসাপত্র বিলির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সমানে আসে। গোটা রাজ্যে ১৬ লক্ষ ৫ হাজার দরখাস্ত জমা পড়েছে। দুই লক্ষের মতো লোককে শংসাপত্র দেওয়া গিয়েছে। নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "এটা এগিয়ে বাংলা। এগিয়ে গিয়ে কাজ করবে সরকার। কার কোথায় কী সমস্যা তা দায়িত্ব নিয়ে দেখে দ্রুত সমাধান করবে মা মাটি মানুষের সরকার।" দুয়ারে সরকার প্রকল্পে দেড় কোটি মানুষ এখনও পর্যন্ত শিবিরগুলিতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৯১ হাজার মানুষ আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যসাথীর জন্যই। মঞ্জুর হয়েছে ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার আবেদন। কার্ড হাতে পেয়েছেন ৮.১১ লক্ষ মানুষ। খাদ্যসাথীর আবেদন করেছেন ১৮ লক্ষ মানুষ। মঞ্জুর হয়েছে ১৩ লক্ষ। কার্ড হাতে পেয়েছে ৩.৫ লক্ষ। ১০০ দিনের কাজের আবেদন করেছেন ৯.৮৩ লক্ষ মানুষ। মঞ্জুর হয়েছে ৬৫ শতাংশ। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে আবেদন পড়েছে ২.৮২ লক্ষ। মঞ্জুর হয়েছে ২.২৬ লক্ষ।

### রাজ্যজুড়ে উৎসবের ঢঙে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, মানুষের জন্য কাজ করে যেতে হবে, বার্তা জননেত্রীর

সংবাদদাতা: পয়লা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাদিবস। এই একুশে ২৩—এ পা দিল মা—মাটি—মানুষের দল। সেই পরিসরেই রাজ্যবাসী এবং দলের সমস্ত কর্মী—সমর্থককে শুভেচ্ছা জানালেন জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গেই লড়াইয়ের

একটি টুইট করে নেত্রী লেখেন, "তৃণমূল ২৩ বছরে পড়ল। ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি আমরা সফর শুরু করেছিলাম।" নেত্রী জানান, "অনেক লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছে দলকে। কিন্তু রাজ্যবাসীর জন্য কাজ করার যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছি আমরা, তাতে আমরা অবিচল থাকব।" বাংলার উন্নয়নের জন্য মা-মাটি-মানুষ এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা যে ভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন তার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞ বলে জানিয়েছেন।

নতুন বছর। নতুন শপথ। বাংলার শক্রদের তাড়াতে কোমরবাঁধা শুরু। ১৯৯৮ থেকে ২০২১। ২২টা বছর পেরিয়ে এখন যৌবনে তৃণমূল কংগ্রেস। তারুণ্যের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যৌবনের বজ্র—কঠিন সংগ্রামের অঙ্গীকার। দলের সামনে বিরাট চ্যালঞ্জ। এক সাম্প্রদায়িক, দাঙ্গাকারী, বর্গী দলের হাত থেকে বাংলার মানুষকে বাঁচানো। বহিরাগত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বাংলার বাইরে দূরে সরিয়ে রাখা।

সেই শপথ নিয়ে নতুন বছর থেকেই বাংলার মানুষের দলের নতুন লড়াই, নতুন সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একুশের শক্তিশালী এবং তাৎপর্যপূর্ণ লড়াই। যার একমেবদ্বিতীয়ম নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বেই এই লড়াইয়ের উত্থান। সেই লড়াইয়েই নতুন কর্মসূচি নিয়ে শুরু হল একুশের পথচলা। দলের সদর দফতর তপসিয়ার তৃণমূল



প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করছেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ভবনেও পালিত হয় এই দিনটি। জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের

পাশাপাশি দলের আগামিদিনের কর্মসূচিগুলি মনে করিয়ে দেওয়া হল। তথা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির সঙ্গে

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং শান্তনু সেন।

ইংরেজি নতুন বছরের শুরু থেকে আরও নিবিড় জনসংযোগ শুরু করছে তৃণমূল। দলের নেতাকর্মীদের জন্য গোটা জানুয়ারি মাসের কর্মসূচি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন দলের মহাসচিব পার্থ চটোপাধ্যায়। বলেছেন, কোভিডবিধি মেনে গোটা জানুয়ারি মাস দেশের এক এবং অদ্বিতীয় নেত্ৰী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা সবাইকে আরও বেশি করে জানাতে হবে। মহাপুরুষদের জন্ম এবং মৃত্যুদিন সমবেতভাবে উদযাপন করতে হবে।

দলের রাজ্য সভাপতি অন্যদিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের দিক নির্দেশ কেমন হবে। মনে করিয়ে দিয়েছেন নেত্রীর উদ্দেশ্য কী? বলেছেন, "২০২১ সালের নির্বাচন নিয়ে আমরা ভীত নই।

কিন্তু এই নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে বাংলার মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সংবিধান রক্ষার নেমেছি। ভারতবর্ষের সংবিধানকে ধ্বংসের যে প্ৰচেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধেই লড়াই আমাদের।" একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন এ লড়াই সংবিধান রক্ষার লড়াই। তাঁর কথায়, "একটা নিৰ্বাচন জিতলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। এই নির্বাচনের দিকে সারা দেশের মানুষ তাকিয়ে আছে। এই জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধান রক্ষা করা হবে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ২০২৪। ভারতের সংবিধান ধ্বংসকারী শক্তিকে পরাস্ত

৭ তারিখ পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবসের কর্মসূচি পালন করা হবে। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। রাজ্যের প্রতি ওয়ার্চে এবং প্রতি ব্লকে উদযাপন হবে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজির ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী। এই দিনটিকে এবার আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল মহাসচিব। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করবেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজির প্রয়ান দিবস। কোভিডবিধি মেনে এই দিনটিও পালিত হবে।

করাই হবে আমাদের লক্ষ্য।"



### অমর্ত্য সেনের প্রতি বিজেপির কুৎসার বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন বাংলার বুদ্ধিজীবীরা

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলা ও বাঙালির মেধার প্রতি বিজেপির রাগ বহুদিনের। সম্প্রতি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের প্রতি শুরু হয়েছে বিজেপির অপরিসীম কুৎসা ও ঘৃণা। গেরুয়া দলের এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে পথে নামলেন বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। অমর্ত্য বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ করতে আবেদন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার বাংলা অ্যাকাডেমির সামনে জড়ো হন বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের হাতে পোস্টারে লেখা, 'নোবেল দেখলেই বিজেপি যায় চটে', 'চাড্ডি চায় বাঙালির হাড্ডি', 'বিজেপির বাঙালি অপমান

প্রতিবাদ সভায় হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, শিল্পী তথা প্রাক্তন সাংসদ যোগেন চৌধুরী, কবি জয় গোস্বামী, সংগীত শিল্পী তথা প্রাক্তন সাংসদ কবীর সুমন, সংগীতশিল্পী সৌমিত্র রায়, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন প্রমুখ। ব্রাত্য বলেন, "অমৰ্ত্য সেন শুধু বাংলার নয়, সারা পৃথিবীর কাছে শ্রদ্ধেয়। বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলায় অমর্ত্য সেনকে নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে যে কি হাল হবে তা বোঝানোর জন্য আজ আমরা এই সভা করছি।" যোগেন বলেন, "আগে ওরা বলব।" জয় বলেন, "রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রাজনীতি করার ফল ওরা ভুগবে। অমর্ত্য সেনকে অপমান করার মতো সাহস কোথায় পেল।" সুমন বলেন, "যারা গৌরী লক্ষেশকে খুন করল তারা অমর্ত্য সেনকে নিয়ে কথা বলছে। এরা বাংলার সংস্কৃতি জানেনা। বাঙালির আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে

অমর্ত্য শান্তিনিকেতনের বাড়ির জমি দান করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতদিন পরে হঠাৎ করে বিজেপির মনে হয়েছে সেই জমি নাকি দখল করেছে সেন পরিবার। দেশ-বিদেশে নিন্দা সরব হয়েছে মানুষ। কেউ এটা ভালভাবে নিচ্ছে না। বিজেপির সঙ্গে যে বাংলার সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নেই, তা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। অর্ধশিক্ষিতের দল জেনে-বুঝে অপমান করছে বাঙালিকে ও মনীষীদের। সেই অপমান যে তৃণমূল কংগ্রেস সহ্য করবে না তা সাফ জানিয়েছিলেন জনগণের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জননেত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে তাবড় তাবড় বিদ্বজনদের দেখা গেল একাডেমির সামনে। প্রতিবাদ সভায় কে নেই! কবি, সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পী, আবৃত্তিকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক, শিক্ষক, অধ্যাপক-সহ হাজার হাজার মানুষ বিজেপির ঘৃণার বিরুদ্ধে

### বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিলেন অভিযেক

## ययण वर्णाभाशाक

বিশেষ সংবাদদাতা: বাংলায় মানুষ ভোট দেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে। এ নিয়ে কোথাও কোনও ধন্দ রাখা উচিত নয়। মনের মানুষ, মাটির মানুষ, কাছের মানুষ জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঘরের মেয়ে। তাঁর জনপ্রিয়তায় এক ফোঁটা আচড় পড়া তো দূরঅস্ত, নিত্য সেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। বাড়ছে উন্মাদনা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষের মনের কথা তুলে ধরলেন দলের যুব সভাপতি ডায়মভহারবারের সাংসদ অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলে দিলেন, রাজ্যে কোনও বিশ্বাসঘাতকের ঠাঁই নেই। যে জননেত্রী বাংলাকে সাজিয়েছে, বাংলার মানুষকে আগলে রেখেছে সেই জননেত্রীর সঙ্গেই থাকবে রাজ্যে

ভোটকে সামনে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছে দল। ডায়মন্ডহারবারের তেমন একটি সভা থেকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলে দেন, "তৃণমূল ঘাসফুলের দল, যত ঘাস কাটবে, তত বাড়বে। তৃণমূল থেকে চারটে খুচরো নিয়ে গেলে তৃণমূল শেষ হয় না। এ দল বটবৃক্ষ। এ দল মানুষের দল। একইসঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলার মানুষ বোকা নয়। যারা বিশ্বাসঘাতক, অন্য দলে গিয়ে বাঁচতে চাইছেন তাদের যোগ্য জবাব মানুষ ইভিএমে দেবে।" তাঁর কথায়, "বাঙালি কী জিনিস তা ভবিষ্যতে হাড়ে হাড়ে টের পাবেন দিল্লি থেকে উড়ে আসা নেতারা।" দিল্লির সাম্প্রদায়িক দলের কড়া সমালোচনা করে তাদের নেতাদের একহাত নিয়ে অভিষেক বলেন, "খালি এদিক, ওদিক খেয়ে বেড়াচ্ছেন অমিত শাহ। অথচ দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের কাছে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না কেন? সেখানে যেতে কি ভয় করছে?" দলের সঙ্গে বেইমানি করেছে কেউ কেউ। ডায়মন্ডহারবারের মঞ্চ থেকে তাদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, "যেমন উপসর্গহীন করোনা হয়, তেমনই উপসর্গহীন বিজেপি হয়ে তৃণমূলে ছিলেন।"

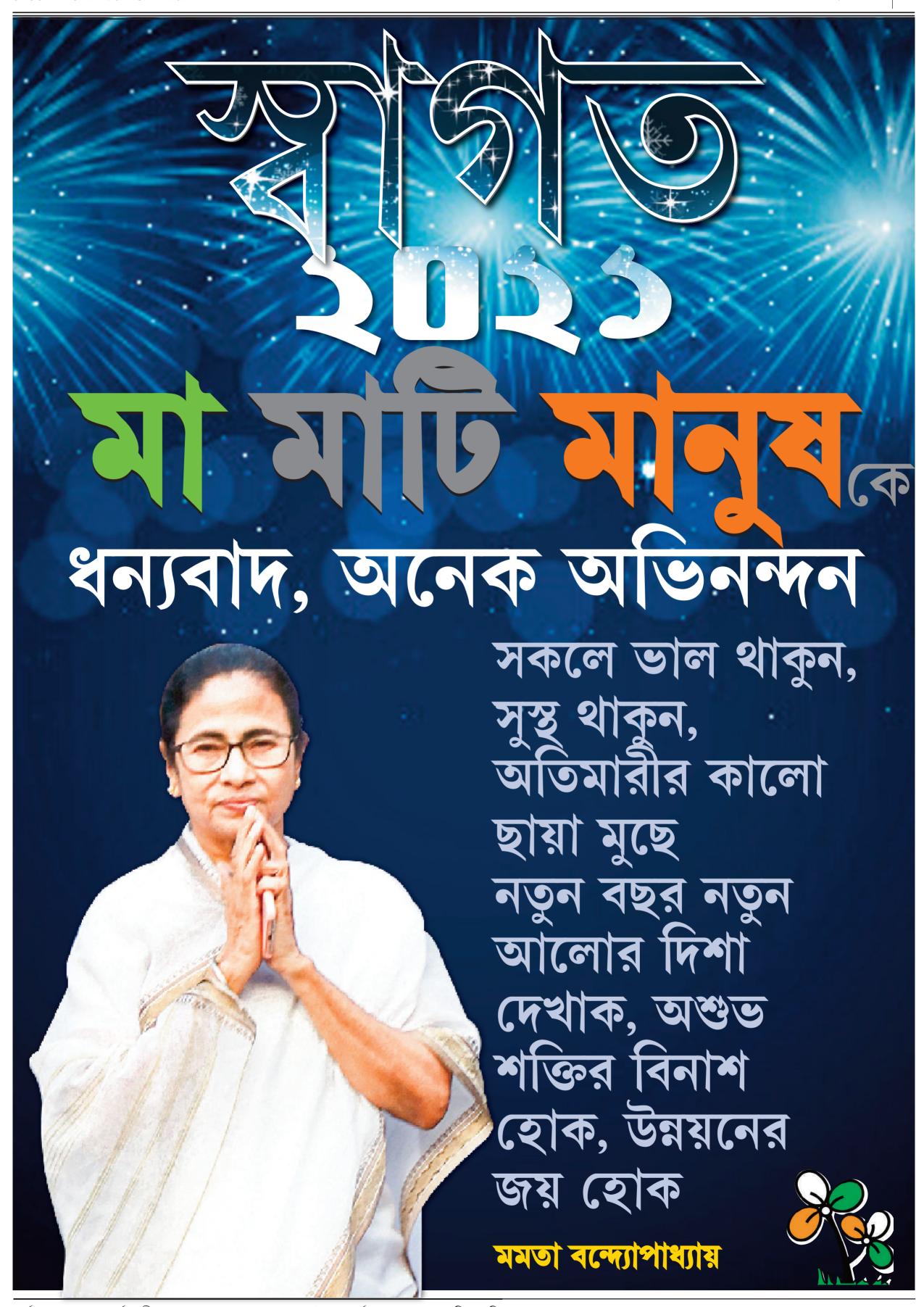
এলাকার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভায় ভিড় উপচে পড়েছিল মাঠে। সেখানেই বক্তব্য রাখতে উঠে তৃণমূলের যুব সভাপতি সাম্প্রদায়িক দল বলে বিজেপিকে



আক্রমণ করেন। বলেন, বিজেপির পতাকায় রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে। কিন্তু এক সময় তা ছিল না। তখন অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি ছিল। আর এখনকার বিজেপি নেতাদের হাত রক্তে মাখা।" দুর্নীতিতে যুক্ত বিজেপি নেতাদের বাংলা থেকে মানুষ তাড়িয়ে দেবে বলে জানিয়ে দেন তিনি। রাজ্যে বাস করা অনেক হার্মাদ, অনেক সাম্প্রদায়িক শক্তির বন্ধু নেতারা বলছেন বাংলাকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের জবাব দিয়ে অভিষেক বলেন, "বাংলা কি আলু, পিঁয়াজ নাকি জয়নগরের মোয়া? যে নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিতে হবে?" বিরোধী নেতাদের তাঁর চ্যালেঞ্জ, ক্ষমতা থাকলে ডায়মন্ডহারবারের সাতটি বিধানসভার একটাও নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিয়ে দেখান।

তলে তলে অনেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন একটা সময়। জনতার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের উপরই তাঁদের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। ঘরে বসে যারা ঘরের ক্ষতি করে, এ রাজ্যের মানুষ ঘর থেকে তাড়াবেই। মানুষ বিশ্বাস করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র শক্তি যিনি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। মমতার লড়াই দেখে মানুষের এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। তাকেই তাই আবার রাজ্যের ক্ষমতায় আনবে মানুষ। সেই কথাটাই পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যুবসমাজের নয়নের মণি অভিষেক।

বিরোধীদের সমালোচনার পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচির কথাও মনে করিয়ে দেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। জানান, "দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি চলবে, নেত্রী যাঁকেই প্রার্থী করবেন, তাঁকে সামনে রেখে লড়তে হবে। সামনের নির্বাচনে এটাই লড়াই। উন্নয়নের বিষয়টা আমরা দেখব। আর মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ইভিএম-এ হবে, আর কোথাও নয়।" দুয়ারে সরকারের মতো কর্মসূচিকে তিনি মানুষের ভরসার লাইন বলেছেন। বলেছেন, "নোট বাতিলের সময় লাইন পড়েছিল, সেটি ছিল আতঙ্কের লাইন, আর দুয়ারে সরকারে লাইন পড়ছে। এটা ভরসার লাইন।"



বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৩৮। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়** 

Year 17, Volume 38. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**